টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Rego. C 85 3

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

গৃহ নির্ম্মাণের জায়গা বিক্রয়

জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জে পুরানো হাসপাতালের পিছনে বাড়ী তৈরীর উপযুক্ত জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীবিনয় ব্যানার্জ্জী, রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮-ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭৮ ইং 22nd Mar 1972 | ৪১শ সংখ্যা

চোরাই লোহা উদ্ধার ট্রাক-চালক গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১৬ই মার্চ—গতকাল রাত্রে অতর্কিতে হানা দিয়ে পুলিশ যুগর গ্রাম থেকে ট্রাকবোঝাই চোরাই লোহা উদ্ধার করেছে। পুলিশীসূত্রে বলা হয়েছে এই লোহাগুলি রেলের। গাড়ীর চালককে পুলিশ আটক করেছে। গাড়ীর নাম্বার ডব্লিউ, বি, এল ৩৭৭০।

সন্ধ্যার সময় গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ যুগরে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। গভীর রাতে রেলের চোরাই লোহা বোঝাই ট্রাকটি এগিয়ে এলে থামিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ীর সকলে চম্পট দেয়। চালক সমেত গাড়ীটি সাগরদীঘি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশ পলাতকদের সন্ধান করছে।

পরলোকে রায় বাহাদুর

বিশিষ্ট সমাজসেবী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ গত ১৫ই মার্চ গভীর রাত্রে নেহেলিয়ায় তাঁর নিজ বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বৎসর।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি নিজেকে সমাজের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। এই জেলায় তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর অবদানগুলির মধ্যে জিয়াগঞ্জ গার্লস্ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং সাগরদীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এই স্কুল দুইটির নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে।

তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে জিয়াগঞ্জ শহর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ১৬ই মার্চ শহরের সমস্ত দোকানপাট, সিনেমা হল এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। পরলোকগত সমাজসেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অনেকেই শ্মশানে উপস্থিত হন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁরা রায় বাহাদুরের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। শোকের ছায়া সাগরদীঘিতেও নেমে আসে। স্কুল বন্ধ ছিল। ১৭ই মার্চ স্কুলে শোক-সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীসিংহ আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ পৌরসভারও সদস্য ছিলেন। গতবারের নির্বাচনে কমিশনারের পদে তিনি তাঁর নাতী শ্রীপ্রতাপ সিংহের কাছে পরাজিত হন।

তাঁর মৃত্যু এই জেলায় বিরাট একটা শূন্য স্থানের সৃষ্টি করেছে যা কোন দিন পূরণ হবে না। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন।

মর্ম্মান্তিক

বালি বোঝাই ট্রাক উল্‌টাইয়া তিনজন যুবকের প্রাণনাশ

দুইজন সাংঘাতিকভাবে আহত

গত ১৯শে মার্চ্চ রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা সাঁকোর কাছে রঘুনাথগঞ্জ-গামী বালি বোঝাই ট্রাক উল্‌টাইয়া যায়—ঐ ট্রাকের লোখু সেখ (২২), তাজের সেখ (১৮), তোফেজুল সেখ (১৭) বালি চাপা পড়িয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রহিম সেখ (১৭) ও তেনু সেখ (২৮) সাংঘাতিক-ভাবে আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ট্রাকখানির মালিক সেন্‌ভা গ্রামের শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মুখার্জ্জী। উহা রঘুনাথগঞ্জের শ্রীবীরেন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে চলাচল করে।

শিক্ষক ও শালীনতা

গত ১৬-৩-৭২ জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমানিকচন্দ্র দাস শিক্ষকগণের বিশ্রামাগারে আলোচনাকালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেন। উক্ত সংবাদ শুনিয়া স্থানীয় ছাত্র-পরিষদের সভ্যগণ স্কুলে প্রতিবাদ জানাতে আসেন ও গোলমালে শ্রীমানিকচন্দ্র দাস উত্তেজিত ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীদাসকে উক্ত ঘটনার জন্য তিরস্কার করলে শ্রীদাস ছাত্রদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও ছাত্রগণ স্থানত্যাগ করেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ কেন্দ্রীয় বাজেট ও আর্থিক সমৃদ্ধি ॥

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট পেশ করেছেন। এর ওপর বিতর্ক চলতে থাকবে। নানা কথা নানা পক্ষের শোনা যাবে। ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৮৩ কোটি টাকা বাড়তি কর ধরা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু জিনিসের দাম বেড়েও গেছে। এবারের বাজেটে শুধু প্রশাসনিক দিকেই লক্ষ্য রাখা হয় নি, দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নের কথাও বলা হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচার তথা 'গরীবী হঠাও' যেন কথার কথা না হয়, এইটাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

ভারতে যেমন উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তেমনি দেখতে হবে প্রতিরক্ষার দিকও। প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটে ১৪০৮ কোটি টাকা ধরার হেতুই হল পাক-চীনী মধুর মিলন। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উনিশশো একাত্তরী ক্রিয়াকাণ্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাকিস্তান যে পাশবিক আচরণ বাংলাদেশে করেছে, ভারতকে তার ফল ভোগ করতে হয়েছে শুধু মাত্র মানবিক স্বার্থে-ই। তার ফলে আমাদের ওপর যুদ্ধকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের ব্যয় একটা বিরাট ব্যাপার। আমাদের তা বহন করতে হয়েছে। তেমনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্যে ভারতকে খরচ করতে হয়েছে ৩৬০ কোটি টাকা যার জন্যে ভারত আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ভারতের অত্যন্ত সীমিত অর্থসঙ্গতিতে এটা একটা বিরাট চাপ বৈকি। ভারতের জনগণকে এর জন্যে কয়েকটি বিশেষ কর বহন করতে হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বৎসরেও সেটা চালিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া একই মানবিক কারণে বাংলাদেশ সরকারকে ২০০ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

উন্নয়ন ব্যবস্থা আরও জোরদার হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। যোজনার জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়াটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। 'আমরা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি'—এই আত্মপ্রসাদ শুধু আত্মশ্লাঘাই এনে দিতে পারে, কাজের কাজ কিছু করতে পারে না যদি না ৩৯৭৩ কোটি টাকাটার উপযুক্ত ব্যবহার হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, উপর মহল যা করে দেন, বাংলে দেন, আমলা-মহল তার একাংশ পালন করে থাকেন মাত্র। সেটা আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতা কি অজ্ঞাত অনীহা, জানবার উপায় নেই। কাজেই আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আর্থিক সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব খুবই। এটা দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বিক স্বার্থে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলারও প্রয়োজন আছে। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং শহর-অঞ্চলের অর্থনীতি—দুটির দিক বিভিন্ন, পথও পৃথক। বাজেটে যদিও দুটির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রয়োজন বোধে রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলে কেউ দোষের ধরবেন না।

শেষ-হয়ে-আসা আর্থিক বৎসরের ৩৮৫ কোটি টাকার ঘাটতি নূতন করের জন্যে কিছু কমে গেলেও অতিরিক্ত ছাপান টাকা বাজারে ছাড়তেই হবে। আর তার ফলশ্রুতি মূল্যস্তরের ঊর্দ্ধগামিতা। প্রতি জিনিসই দিনের দিন মূল্যবৃদ্ধির খপ্পরে পড়ছে। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজারীদের অন্নচিন্তা এবং সরকারী ঘাটতি মেটানর দাবী—এগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে জিনিসের দাম বাড়ছে, বাড়বে। চিনি, সরিষার তেল, সাবান, কেরোসিন ইত্যাদি আর কত নাম করব, দর বেড়েই চলেছে।

নূতন বাজেটে পরোক্ষ করের ভোগান্তি। সাধারণ মানুষের সম্বল এলুমিনিয়মের বাসনপত্র। এদের দাম বাড়ল। ঘরে ঘরে এবার মৃৎপাত্র ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই। গতবার মোটর পার্টস্-এর উপর কর বৃদ্ধির জন্যে পরিবহণ খরচা বেড়ে যায়, বিভিন্ন জিনিসের দাম সেই কল্যাণে বাড়ে। এবার টায়ারের দাম বাড়ছে, বাড়ছে ক্ষয়নিরোধক তেলের দাম। ফলে বাস বা ট্রেন ভাড়া বাড়বে, বাড়বে মাল বহনের মাশুল; উশুল হবে জনগণের ওপর দিয়ে। পরোক্ষ করনীতি আর প্রত্যক্ষ করনীতি যাই হোক না কেন, 'পালাবার পথ নাই'।

বিগত নির্বাচন সারা দেশের রাজ্যে রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে। এই সাফল্য শ্লাঘ্য সন্দেহ নাই। তবুও বলি, যুদ্ধ জয় করাটাই বড় কথা নয়; বিজিত অঞ্চলে আপন প্রভুত্ত কায়েম করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হয়। তেমনি ভোটে জিতে মশুগুল থাকলে হবে না। জনগণের আস্থাকে পুরোপুরি পেতে হলে জাতির সমৃদ্ধির সমবণ্টন দেখতেই হবে। অভিজ্ঞতা হতে বলা যায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যবান ধনী ভোগ করছেন। তেমনি শহরের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির সুখ পেয়ে আসছেন আঙ্গুলে গোণা যায় এমন মুনাফাখোর ধনীরা। সাধারণ মানুষ এই সমৃদ্ধির ধারে-কাছে যেতে পারে না। সেটা যেন আর না হয়। তা না হলে একদিন আসবে যখন এই ভুলের মাশুল দিতে হবে। তখন দাঁতের যত্ন নিলেও পুড়া দাঁত আর গজাবে না।

চিনি সত্যিই মিষ্টি

চিনি যে কত মিষ্টি তা আর একবার হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্য মূল্যে চিনি বিক্রীর জন্য পুনরায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে ৬০ ভাগ ন্যায্য মূল্যে রেশনের দোকানের মাধ্যমে চিনি বিক্রী করা হবে এবং বাকী ৪০ ভাগ খোলা বাজারে পাওয়া যাবে। এখন প্রতি কিলো ৩·২৫ হতে ৩·৫০ পয়সায় গিয়ে থেমেছে। দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ৪·০০ থেকে ৫·০০ টাকায় গিয়ে থামবে কিনা সন্দেহ আছে। কোন্‌টি ঠিক? চাহিদার তুলনায় যোগান নাই, না, ফাটকাবাজারীদের খেল্? হঠাৎ এভাবে চিনি বিক্রীর নূতন আদেশ জারী করে লাভটা কী হল?

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দীর্ঘ দিনের একটি দুঃস্বপ্নের বুঝি অবসান হইল। বাহাত্তরের নির্বাচনের ফলাফল তাহারই বাস্তব প্রতিফলন। একটি অস্থিরতা, অনিশ্চেয়তা, নিরাপত্তাহীনতা মানুষের মনে ভীতির সাহারা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। শান্তিকামী মানুষের মনের আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল সন্ত্রাসের কালো মেঘে। সারা দেশ জুড়িয়া দেখা দিয়াছিল খুনাখুনি, রক্তপাত, অত্যাচার। চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে। মাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাহার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। কত স্ত্রী তাহাদের স্বামীকে অফিসে পাঠাইয়া তাহাদের ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ত্রস্ত মুহূর্ত্ত গুণিয়াছেন। কত কলকারখানায় তালা পড়িয়াছে। কত শত শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়া বেকার হইয়া পথে বসিয়াছে।

সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাহিয়াছে সোয়াস্তি, চাহিয়াছে শান্তি, চাহিয়াছে নিরাপত্তা, চাহিয়াছে কর্ম্মসংস্থান। বাহাত্তরের নির্বাচন এই দেশের মানুষকে সেই অবরুদ্ধ বাসনা প্রকাশের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই দেশের সাধারণ মানুষ তাহাদের ভোট দিয়াছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, পিস্তল-বোমার রাজনীতির বিরুদ্ধে। ভীত সন্ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত মানুষ ব্যালট পত্রের মাধ্যমে দিয়াছে তাহাদের চূড়ান্ত রায়—সে রায় হিংসার রাজনীতির অবসানের বিরুদ্ধে। সাতষট্টির পর হইতে বেশ কয়েকটী নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার মানুষ যে সব সরকার গঠন করিয়াছিল সে সব সরকার তাহাদের কথা ভুলিয়া শরিকী সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। জনস্বার্থের image তাহাদের কর্ম্মপন্থায় যতটা না ফুটিয়া উঠিয়াছিল তার চাইতে দলীয় স্বার্থের inage বোধ হয়, বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পথে-প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, কলে কারখানায় কী তাহার ছবি ফুটিয়া উঠে নাই? আর চলিয়াছিল সরকার ভাঙার পালা।

তাই, বোধ হয়, এই বারের নির্বাচনে ভোটদাতাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল—তাহা হইল একটি স্থায়ী সরকারের। স্থায়ী সরকার ছাড়া রাজ্যের কোন প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য তার জন্যও সরকারের সদিচ্ছা ও সচেষ্টতা থাকা অতি প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেক। অর্থ নৈতিক দুরবস্থা ততোধিক। তাই আজিকার সরকারের উপর অর্পিত দায়িত্বও অনেক। তার জন্য বিরাট কর্ম্মযজ্ঞের আয়োজন দরকার এবং তাকে বাস্তবায়িত করা আশু প্রয়োজন। নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি বড় সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই সুযোগ লাভ করিয়াছে। ভোটদান পবিত্র কর্ত্তব্য। এই দেশের জনতা বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়া তাহাদের সেই কাজ সম্পাদন করিয়াছে। এখন নব নির্বাচিত সরকারের কাজের পালা। সে কাজ—দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের, শিল্প কারখানার বন্ধ দরজা খোলার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টির, ভূমি-সংস্কারের, দুর্গত জনগণের বেকারী দূরীকরণের; জনতা ব্যালটে তাহাদের রায় জানাইয়াছে এখন প্রত্যাশা করিতেছে সুস্থ, সমৃদ্ধ নিরাপদ জীবনের জন্য জনহিতকর সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মসূচীর ব্যাপক ও সার্থক বাস্তবায়ণের। ২০।৩।৭২

মর্ম্মান্তিক

সাগরদীঘি, ১৭ই মার্চ—জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মহঃ নুরুল ইসলাম গত ৮ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে দেখার জন্য রামপুরহাট যাবার সময় "কামরূপ এক্সপ্রেস" থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ঐদিন রামপুরহাটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী সফরে আসেন। শ্রীইসলামের বাড়ি বীরভূম জেলার উজীরপুর গ্রামে। হাসপাতালে এগারো দিন আহতাবস্থায় থাকার পর গতকাল বেলা ১টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজ শ্রীপৎ সিং কলেজের প্রাতঃ এবং দিবা বিভাগের সমস্ত ক্লাশ (প্রাকটিক্যাল বাদে) এবং রাণী ধন্যাকুমারী কমার্স কলেজের সমস্ত ক্লাশ বাতিল করে দেওয়া হয়। শ্রীইসলামের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক পালন করা হয়।

প্রস্তাবিত জামুয়ার জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন বি, এ শিক্ষকের আবশ্যক। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এক সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত করুন। বেতন স্কুলের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী।

সম্পাদক, সেন্‌ডা জামুয়ার জুনিয়ার হাই স্কুল
পোঃ সেন্‌ডা-জামুয়ার, জেলা মুর্শিদাবাদ।

নৌ ও স্থলবাহিনীতে কর্ম্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত যুবকগণ বহরমপুরে রিক্রুটিং অফিসে আসিবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত সার্টিফিকেটগুলি অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। অন্যথায় তাঁহাদের কর্ম্মনিয়োগ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা যাইবে না।

১। বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণসহ সার্টিফিকেট অথবা প্রবেশ-পত্র (Admit Card)।

২। পরীক্ষার মার্কসীট।

৩। অধুনা প্রাপ্ত চরিত্র সম্বন্ধে কোন গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট।

যোগীবর শ্রীমদ যোগীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ (পণ্ডিত মশাই) শতাব্দী জয়ন্তী উৎসব

আগামী ৯ই এপ্রিল, ১৯৭২ (বাং ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৮) জঙ্গীপুর সহরের উত্তরে সেকেন্দ্রা গ্রামে পণ্ডিতমশাই এর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে বারহারোয়ার সাধুবাবা শ্রীমদ্ স্বামী হরিহরানন্দগিরি মহারাজ, ডাঃ শ্রীমদ্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম, এ, পি এইচ ডি, ডি, লিট্, শ্রীমদ্ নিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারী, নবতীর্থ (মহান্ত, নারায়ণ মঠ, বরদা ষ্টেট্), কলিকাতা ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, গৃহীসাধু শ্রীগিরীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী প্রমুখ সাধু ও সুধীবৃন্দ যোগদান করিবেন বলিয়া সম্মতি দিয়াছেন।

পণ্ডিতমশাই এর শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীউমাচরণ কর্ম্মকার মহাশয়কে সভাপতি করিয়া একটি উৎসব কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ডাকাতি

গত ১৮ই মার্চ্চ রাত্রে সাগরদীঘি থানার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের শ্রীতুরকু মাণ্ডির বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে মারধোর করে এবং কিছু টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দেয়। তুরকুর ছেলে ডাকাতদলকে লক্ষ করে তীর ছোঁড়ে। তার নিক্ষিপ্ত তীরে সম্ভবত ডাকাতদলের একজন আহত হয়েছে।

গত ১৯শে মার্চ্চ রাত্রে উক্ত থানার দুর্গাপুর গ্রামের শ্রীকমল মণ্ডলের বাড়ীতে ৭/৮ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। গ্রামের লোকের কাছে বাধা পেয়ে সামান্য পরিমাণ চাল নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই গ্রামেই গত বৎসর শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমণ্ডলের বাড়ীতে হানা দিয়ে ডাকাতদল সর্ব্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং দুই বাড়ীর লোকদের প্রচণ্ড মারধোর করেছিল। আজ পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি।

গত ১৯শে মার্চ্চ রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার দেউলী গ্রামে শ্রীরাধারমণ মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। তাহার প্রতিবেশী শ্রীযশোদা মণ্ডল ও পুত্র শ্রীকানাই মণ্ডল ডাকাতদের বোমার আঘাতে আহত হয়। যশোদার অবস্থা সাংঘাতিক হওয়ায় তাহাকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হয় সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কানাই ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে।

—পার্শ্বের কলমে উপরে দেখুন

গত ২০শে মার্চ্চ রাত্রিতে সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি গ্রামের শ্রীজালাল সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। দুর্বৃত্তরা বাসন-পত্র ও চাল ধান লইয়া যায়। গ্রামের তিনজন ওদের পিছু ধাওয়া করায় কতক জিনিস মাঠে ফেলিয়া পালাইয়াছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অতিদক্ষ রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির ব্যবহার প্রণালী আপনাকে মুগ্ধ করবে।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১

·খোকার জন্মের পর··

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

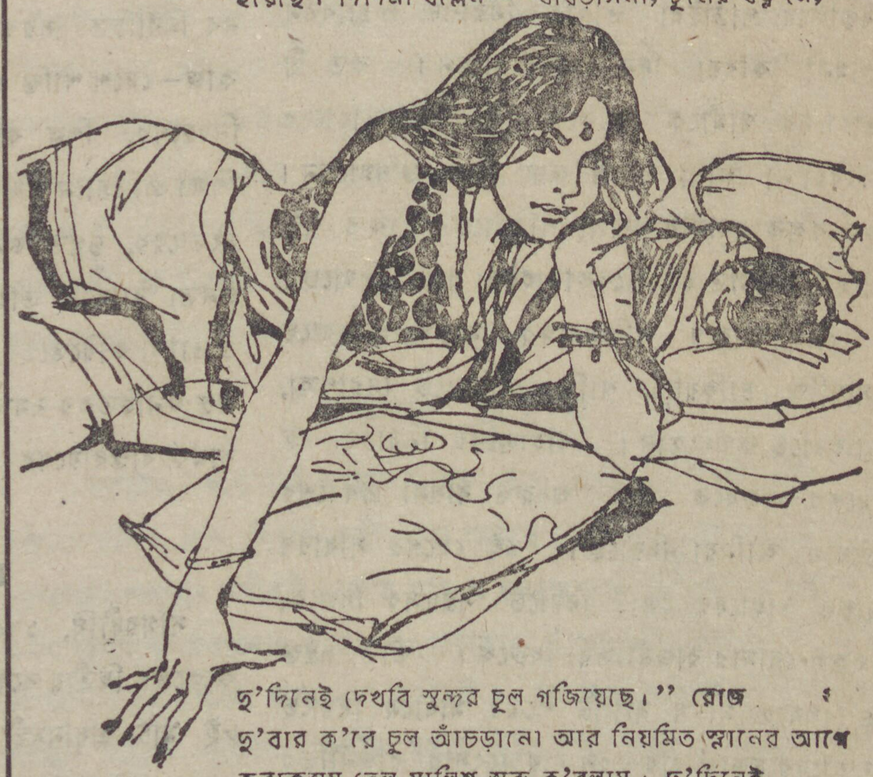

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।